আহ্বান

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

[রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলন বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালে। এই আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের পরিকল্পনা করেছিলেন সঙ্ঘের দশম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ (১৮৯২—১৯৮৫)। এই বছর পূজনীয় মহারাজের জন্মের একশো পঁচিশতম বর্ষ। এই উপলক্ষ্যে মহাসম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত উদ্বোধনী ও সমাপ্তিভাষণের নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করে নিবোধত পত্রিকা পূজ্যপাদ মহারাজকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছে।]

আমি আপনাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে দেখতে বলছি যে, প্রত্যেক মহৎ সভ্যতার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছেন এক-একজন সুমহান অধ্যাত্মপুরুষ। তাঁর জীবন ও বাণী প্রয়োজনীয় প্রেরণা সঞ্চার করে এক-একটি নতুন সভ্যতার জন্মলগ্নের সূচনা করেছে। ফলতঃ সৃষ্টি হয়েছে এক-একটি নতুন ভাবতরঙ্গের, বিরচিত হয়ে উঠেছে এক-একটি নতুন সমাজব্যবস্থা। খ্রিস্টীয় সভ্যতা, ইসলামীয় সভ্যতা ও বৌদ্ধসভ্যতা সম্বন্ধে একথা সত্য, এমনকি হিন্দু সভ্যতা সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মবাণীর মধ্যে নতুন একটি সভ্যতার আবির্ভাবের সম্ভাবনা রয়েছে। জগতের বিভিন্ন প্রান্তে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আমরা তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। বিশ্বের চিন্তাবিদ্‌গণের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও ভারতীয় জীবনপদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এই আদর্শ অনুযায়ী জীবনগঠন ও তাঁর বাণী প্রসারিত করে দেবার মহৎ দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত রয়েছে; এর ফলশ্রুতিস্বরূপ একটি নতুন সভ্যতা, একটি নতুন ভাবধারা অনতিবিলম্বে উন্মীলিত হবে যেখানে সংঘাত ও ঘৃণা থাকবে না, থাকবে সাম্য, সমন্বয় ও প্রীতি।...

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ শুধু সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিয়ে নয়, শুধু দীক্ষিত ভক্তদের নিয়ে নয়, যাঁরাই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ও অনুরাগসম্পন্ন তাঁদের সকলকে নিয়েই এই সঙ্ঘ এবং সেই বিরাট সমষ্টিই প্রকৃত সঙ্ঘশরীর।...

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অতুলনীয়।... এ-বাণী শুধুমাত্র অনন্যস্বতন্ত্র নয়। এই বাণী দ্বারা সমগ্র বিশ্বে একটি নতুন সমাজব্যবস্থার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এর থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুধু ভারতবর্ষের জন্য নয়। সমগ্র বিশ্বের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং সঙ্ঘের সভ্য হিসাবে গৃহী এবং সন্ন্যাসী আমাদের সকলের কর্তব্য, এই সকল মহৎ আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করা এবং অপরকে এই আদর্শের অনুপ্রেরণায় জীবন

গড়ে তুলতে সাহায্য করা। আমাদের উচিত এই সকল সুমহান আদর্শগুলিকে ভারতবর্ষের সর্বত্র, সকল প্রান্তে এবং ভারতবর্ষের বাইরে দেশে দেশে ছড়িয়ে দেওয়া।...

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা যদি আবার একটি মহান জাতির মর্যাদায় উন্নীত হতে চাই, তাহলে আদর্শগত, নৈতিক ও অন্যান্য সকল বিষয়ে আমাদের সমাজের যে-সব গ্লানি ও দুর্বলতা রয়েছে তা অবশ্যই দূর করতে হবে। আমার ধারণা, এ-বিষয়ে সম্ভবত নারীগণ পুরুষের চেয়ে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম। অস্পৃশ্যতা, পণপ্রথা, অনাথদের সমস্যা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি ও অসাম্যের বিরুদ্ধে নারীগণ নিজেদের সংগঠিত করতে পারেন। তিনশ/চারশ অনাথের বৃহৎ আশ্রমের জন্য চেষ্টা না করে আপনারা একটি বা দুটি সন্তানের দায়িত্ব নেবার জন্য পিতা-মাতা খুঁজে বের করতে পারেন না কি? অনেক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন যাঁদের কোন সন্তান নেই। তাঁদের প্রত্যেকে একটি বা দুটি সন্তানের যত্ন ভরণপোষণের ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিতে পারেন না কি? এই ব্যবস্থা অনাথাশ্রমের চাইতে শ্রেয়, কারণ অনাথাশ্রমের শিশুরা পারিবারিক যত্ন ও পিতা-মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সন্তানহীন স্বামী-স্ত্রী এই অভাব পূরণ করতে সক্ষম। নারীগণ এগিয়ে এসে সমাজের এ-ধরনের সন্তানহীন বিত্তবান স্বামী-স্ত্রীকে খুঁজে বের করতে পারেন এবং তাঁদের একজন বা দুজন অনাথের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করতে পারেন। এভাবে এগিয়ে গেলে একটি মহৎ কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

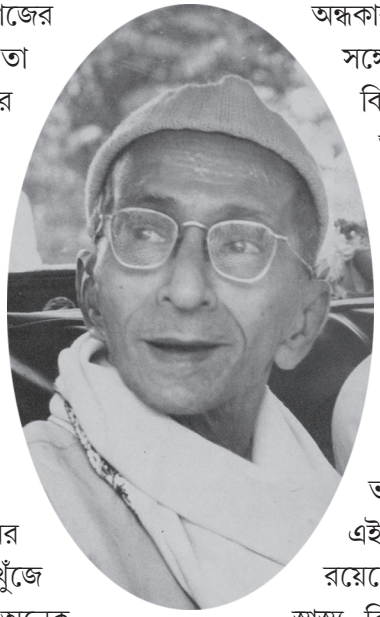

দ্বিতীয় কথা, প্রকৃত ভারতবর্ষ গ্রামেই বর্তমান। দেশের উপজাতি ও অনুন্নত জাতিসমূহের উন্নয়ন করতে না পারলে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এদের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করতে হবে। আমাদের অনুন্নত সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য বড় ভয়াবহ। আজ হয়তো একজনের মতো একমুঠো খাবার জুটল যা দিয়ে সে পেট ভরাতে পর্যন্ত পারল না, সে কিন্তু জানে না আগামীকাল তার কপালে কি জুটবে। কোন নিশ্চয়তা নেই যে, সে কাল আবার একমুঠো ভাত পাবে। এই তো এদের অবস্থা। এই দারিদ্র্যের হাহাকারের সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য অনেক সমস্যা, যেমন স্বাস্থ্য, বিপরীত পরিবেশ, পানীয় জল ও অর্থনৈতিক উন্নতি। এ-সকল ও অন্যান্য নানা জরুরী সমস্যার সমাধান আমাদের করতে হবে।...

আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা অপরকে সাহায্য করুন। অপরকে সাহায্য করলে সুখী হওয়া যায়। আমরা নিজেদের জন্য যা করি বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে যে-সুখ আহরণ করি তার চাইতে অনেক বেশি পরিতৃপ্তি পাই যখন আমরা অপর কাউকে সাহায্য করে তাকে খুশি করতে পারি।

সৌজন্য : *স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : এক দিব্য জীবন*, সম্পাদক : স্বামী চৈতন্যানন্দ (স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি-কমিটি, ২০১৩)